কোটচাঁদপুরের চাষিদের নজর কাড়ছে গ্রীষ্মকালীন তরমুজ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার চাষিদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে মার্সেলো গ্রিন ও ইয়েলো কিং জাতের উচ্চমূল্যের গ্রীষ্মকালীন তরমুজ।

মালচিং পদ্ধতিতে চাষ করায় উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় এবং মাত্র ৭০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করে ভালো দামে বিক্রি করতে পারায় খুশি চাষিরা। অন্যদিকে নিরাপদ ও উচ্চমূল্যের ফল উৎপাদন বাড়াতে উপজেলা কৃষি বিভাগ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছর থেকে কোটচাঁদপুরে উচ্চমূল্যের গ্রীষ্মকালীন তরমুজের চাষ শুরু হয়। তবে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ চাষের পরিধি সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। চলতি মৌসুমে উপজেলার প্রায় দেড় একর জমিতে সাতজন কৃষক এ তরমুজের চাষ করেছেন।

চাষিদের মধ্যে রয়েছেন নারায়ণবাড়িয়া গ্রামের জুবায়ের হোসেন, ফাজিলপুর গ্রামের আশরাফুজ্জামান, ছয়খাদা গ্রামের সজিব আহমেদ, রামচন্দ্রপুর গ্রামের শান্তি মিয়া, তালসার গ্রামের ফারুক হোসেন, কুশনা গ্রামের আবুল বাশার এবং বড়বামনদহ গ্রামের মহব্বত আলী। অধিকাংশ কৃষক ২০ শতক জমিতে এ তরমুজের আবাদ করেছেন।

কৃষকরা জানান, মাত্র ৭০ দিনের মধ্যে তরমুজ সংগ্রহ করে বাজারে ভালো দামে বিক্রি করতে পেরেছেন। অসময়ে উৎপাদিত হওয়ায় বাজারে এ তরমুজের চাহিদাও বেশি। ফলে এলাকার আরও অনেক কৃষক এ চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

বড়বামনদহ গ্রামের কৃষক মহব্বত আলী বলেন, কৃষি অফিসের সহায়তায় গত বছর এক বিঘা জমিতে প্রথমবার গ্রীষ্মকালীন তরমুজের চাষ করি। ফলন ভালো হয়েছিল। প্রথম বছর কিছুটা অভিজ্ঞতার অভাব থাকলেও লোকসান হয়নি। এবার বাজারদর ভালো থাকায় লাভও বেশি হবে বলে আশা করছি।

নারায়ণবাড়িয়া গ্রামের কৃষি উদ্যোক্তা জুবায়ের হোসেন বলেন, তিনি গত তিন বছর ধরে এ তরমুজের চাষ করছেন। বছরে তিনবার এ তরমুজের আবাদ করা সম্ভব। একবার ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা খরচ করলে তিন মৌসুমে

উৎপাদন করা যায়। এতে বছরে প্রায় দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা আয় হয়।

তিনি আরও বলেন, “এটি লাভজনক একটি ফসল। অল্প খরচে ও কম সময়ে ভালো উৎপাদন পাওয়া যায়। কেউ এ চাষ করতে চাইলে আমি পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত।”

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থবছরে গ্রীষ্মকালীন উচ্চমূল্যের তরমুজের সাতটি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে। চাষিরা ২০ শতক জমি থেকে গড়ে প্রায় ৬৫ হাজার টাকার তরমুজ বিক্রি করেছেন। উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে তাদের প্রায় ৫০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে।

তিনি আরও জানান, কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে চাষিদের উন্নতমানের বীজ, সার, মালচিং সামগ্রী ও বালাইনাশক সরবরাহ করা হয়েছে। এসব প্রদর্শনী দেখে অন্য কৃষকরাও এ চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে কোটচাঁদপুরে প্রায় দেড় একর জমিতে মার্সেলো গ্রিন, ইয়েলো কিং ও মেলোডি সুপার জাতের তরমুজের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে মার্সেলো গ্রিন জাতের তরমুজের চাষ সবচেয়ে বেশি হয়েছে। হেক্টরপ্রতি গড় উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৩০ মেট্রিক টন।

জীবননগরে তরমুজ ক্ষেত কেটে সাবাড়

পুর্ব শুত্রুতা মুলক ভাবে দিনে দুপুরে প্রান্তিক এক চাষীর ক্ষেতের প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকার তরমুজ দিনে দুপুরে কে বা কাহারা কেটে সাবাড় করে দিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নের কাটাপোল গ্রামে।

জানাযায়, জীবননগর উপজেলার কাটাপোল গ্রামের বারেক মন্ডলের ছেলে সাইদুল ইসলাম পরের জমি বর্গা নিয়ে একটু লাভের আশায় অনেক কষ্ট করে তরমুজ চাষ করেছিলেন কিন্তুু তার ভাগ্যে তা আর সইলো না।

দিনের বেলাই কে বা কাহারা তার ক্ষেতের প্রায় ৫০ হাজার টাকার তরমুজ কেটে নষ্ট করে মাঠেই ফেলে রেখে গেছেন। এতে করে ঐ প্রান্তিক চাষী সাইদুল ইসলাম আর্থিক ভাবে চরম ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছেন এমনকি তিনি মানুষিক ভাবে ভেঙ্গেও পড়েছেন।

সাইদুল ইসলাম জানান, আমি বিকালে ব্যাক্তিগত কাজে একটু বাজারে গিয়েছিলাম বাজার থেকে এসে আমার ক্ষেতে এসে দেখি কে বা কাহারা আমার এই ক্ষতি করেছেন।

তিনি বলেন, আমার সাথে গ্রামের কারোর কোন শুত্রুতা ছিল না তার পরো কেন আমার এই ক্ষতি করলো। তিনি তার এই ক্ষতির জন্য তদন্ত পুর্বক গ্রাম্ম্য মতোব্বরদের কাছে সুষ্ট বিচার দাবি করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে অত্র ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য আতিকুজ্জামান (সন্টুর) সাথে কথা বললে তিনি বলেন যে, আমি বিষয়টি শুনেছি, কাজটি যারাই করুক না কেন তারা অত্যান্ত ন্যাক্কার জনক কাজটি করেছেন। আমি এই কাজের তিব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।